নীতির প্রশ্নে আপোসহীন দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখঃ ০৬/১০/২০২২ (পৃঃ১১)

গাজীপুর : *ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সদর দফতর পরিদর্শন করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব* –জনকণ্ঠ

মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে ব্রি পরিদর্শনে ছয় সচিব

স্টাফ রিপোর্টার, গাজীপুর ॥ মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম বলেছেন, দেশে মিনিকেট নামে কোন চাল বিক্রি করা যাবে না। মিলে চাল বস্তাজাত করার সময় তাতে জাতের নাম লিখে দিতে হবে। কেউ যদি এর ব্যত্যয় করে সেক্ষেত্রে আমরা তার বিরুদ্ধে লিগ্যাল এ্যাকশনে যাব। ১৫/২০ দিন আগে এ সংক্রান্ত একটি সার্কুলার সম্প্রসারণ বিভাগ দিয়েছে।

বুধবার তিনি গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) সদর দফতরে কৃষিবিজ্ঞানী ও কৃষিসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রশাসনের উর্ধতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিতে এসে এসব কথা বলেন।

দুপুরে ইনস্টিটিউটের অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষি সচিব মোঃ সায়েদুল ইসলাম। এ সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এনএম জিয়াউল আলম পিএএ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মকবুল হোসেন পিএএ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নাহিদ রশীদ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অবসরপ্রাপ্ত সচিব কামরুন নাহার, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এএফএম হায়াতুল্লাহ এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান, ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার।

এ ছাড়াও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচারের মহাপরিচালক ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলামসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উর্ধতন কর্মকর্তাগণ বক্তব্য রাখেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. শাহজাহান কবীর।

সভায় জানানো হয়, ফলনোত্তর সময় প্রতি বছর ২০ হাজার কোটি টাকার কৃষি পণ্য ক্ষতি হচ্ছে সংরক্ষণের অভাবে। এসব পণ্য সংরক্ষণের জন্য গামা রেডিয়েশন ব্যবহার করার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে বিনা। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা জানান, রেডিয়েশনের এই পদ্ধতি ফল বা সবজিতে ব্যবহার করলে সেগুলো পচবে না, ফ্রেশ থাকবে, কালার এমনকি স্বাদেও কোন পরিবর্তন আসবে না। এ পদ্ধতি মাছ ও মাংসেও ব্যবহার করা যাবে। এই পদ্ধতি সম্প্রসারণে সরকারের সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন প্রধান অতিথি মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

কালের কণ্ঠ

তারিখঃ ০৬/১০/২০২২ (পৃঃ০৩)

গাজীপুরে মন্ত্রিপরিষদসচিব

মিনিকেট নামে চাল বাজারজাত করা যাবে না

আনোয়ারুল ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদক, গাজীপুর ▷

মিনিকেট নামে ধানের কোনো জাত নেই। এ নামে কোনো চাল বাজারজাত করা যাবে না। এখন থেকে প্রতিটি চালের বস্তায় বাধ্যতামূলকভাবে ধানের জাত লিখে দিতে হবে। মন্ত্রিপরিষদসচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম বুধবার গাজীপুরের ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে 'কৃষিক্ষেত্রে গবেষণা এবং মাঠ পর্যায়ে জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ' সম্পর্কিত মতবিনিময়সভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি আরো জানান, চালের বস্তায় ধানের জাত লেখার জন্য এরই মধ্যে মিল মালিকদের চিঠি দেওয়া হয়েছে। এর ব্যত্যয় ঘটলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সায়েদুল ইসলামের সভাপতিত্বে ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শাহজাহান কবীরের সঞ্চালনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম এন জিয়াউল আলম, তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব মকবুল হোসেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব নাহিদ রশীদ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব কামরুন নাহার, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার বক্তব্য দেন।

প্রথম আলো

তারিখঃ ০৬/১০/২০২২ (পৃঃ০২)

মিনিকেট নামে চাল বিক্রি করা যাবে না

জানালেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম বলেছেন, মিনিকেট নামে কোনো চাল বিক্রি করা যাবে না। চালের মিলে চাল বস্তাজাত করার সময় বস্তার ওপরে জাতের নাম লিখে দিতে হবে। কেউ যদি এর ব্যতিক্রম করেন, সে ক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গতকাল বুধবার সকালে গাজীপুরের বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) পরিদর্শনে গিয়ে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, 'বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন জাত প্রুফ হওয়ার পর সার্টিফায়েড হবে এবং জাতগুলো সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাধ্যমে তা কীভাবে মাঠপর্যায়ে দ্রুত পৌঁছে দেওয়া যায়, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' তিনি বলেন, 'গবেষকদের উদ্ভাবিত জাতগুলো যদি বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে আরও সুন্দরভাবে কো-অর্ডিনেশনের মাধ্যমে দ্রুত কৃষকদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি, তবে আমাদের ফলন আগামী পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে দ্বিগুণের কাছাকাছি চলে যাবে।'

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ০৬/১০/২০২২ (পৃঃ ০৩)

মিনিকেট নামে কোনো চাল বাজারজাত করা যাবে না

—মন্ত্রিপরিষদ সচিব

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

মিনিকেট নামে ধানের কোনো জাত নেই। এ নামে কোনো চাল বাজারজাত করা যাবে না। এখন থেকে প্রতিটি চালের বস্তায় বাধ্যতামূলক ধানেরজাত লিখে দিতে হবে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম গতকাল বুধবার সকালে গাজীপুরের ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে (ব্রি) কৃষিক্ষেত্রে গবেষণা এবং মাঠ পর্যায়ে জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ সম্পর্কিত মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন। হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি আরো বলেন, চালের বস্তায় ধানের জাত লেখার জন্য ইতিমধ্যে মিল মালিকদের চিঠি দেওয়া হয়েছে। এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, বিজ্ঞানীরা ধানের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করছেন। মাঠ পর্যায়ে জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে আগামী চার/পাঁচ বছরের মধ্যে খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ হবে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সায়েদুল ইসলানের সভাপতিত্বে ব্রি মিলনায়তনে প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক ড. মো.শাহজাহান কবীরের সঞ্চালনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম এন জিয়াউল আলম, তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব মকবুল হোসেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নাহিদ রশীদ, সাবেক তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব কামরুন নাহার, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এর আগে অতিথিরা বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। ১৭টি স্টলে ব্রি উদ্ভাবিত বিভিন্ন ধানের জাত, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি, ধানের রোগবালাই ও পোকামাকড় দমনসহ ধান গবেষণা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় প্রদর্শিত হয়।

দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
তারিখঃ ০৬/১০/২০২২ (পৃঃ১২,০৫)

মিনিকেট নামে কোন চাল বিক্রি করা যাবে না

সাংবাদিকদের মন্ত্রি পরিষদ সচিব

স্টাফ রিপোর্টার

মিনিকেট নামে কোনো চাল বিক্রি করা যাবে না বলে জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম। তিনি বলেছেন, চালের মিলেই বস্তার উপড়ে জাতের নাম লিখে দিতে হবে। কেউ এর ব্যতিক্রম করলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গতকাল বুধবার গাজীপুরের বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে (ব্রি) পরিদর্শনে গিয়ে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

মন্ত্রি পরিষদ সচিব বলেণ, সম্প্রসারণ বিভাগ কিছুদিন আগে এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন দিয়েছে। বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন জাত প্রুফ হওয়ার পর সার্টিফাইড পৃঃ ৫ কঃ ১

মিনিকেট নামে

১২-এর পৃষ্ঠার পর

হবে এবং জাতগুলো সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাধ্যমে তা কিভাবে মাঠ পর্যায়ে দ্রুত পৌঁছে দেওয়া যায় সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

তিনি বলেন, গবেষকদের উদ্ভাবিত জাতগুলো যদি বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে আরও সুন্দর ভাবে কো-অর্ডিনেশনের মাধ্যমে দ্রুত কৃষকদের পৌঁছে দিতে পারি তবে আমাদের ফলন আগামী ৫-৬ বছরের মধ্যে দ্বিগুণের কাছাকাছি চলে যাবে।

এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মকবুল হোসেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব নাহিদ রশীদ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অবসরপ্রাপ্ত সচিব কামরুন্নাহার, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব সাইয়েদুল ইসলাম, গাজীপুরের জেলা প্রশাসক আনিসুর রহমান প্রমুখ। তিনি ব্রির উদ্ভাবিত জাত এবং প্রযুক্তি বিষয়ক সব স্টল ঘুরে দেখেন। পরে ব্রি'র মিলনায়তনে কৃষি ক্ষেত্রে গবেষণা এবং মাঠ পর্যায়ে জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ সম্পর্কিত এক মতবিনিময় সভায় যোগ দেন। এতে ব্রি'র মহাপরিচালক শাহজাহান কবীর এ সংক্রান্ত মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

সমকাল

তারিখঃ ০৬/১০/২০২২ (পৃঃ১৩)

মিনিকেট নামে চাল বিক্রি করলে ব্যবস্থা

মন্ত্রিপরিষদ সচিব

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম বলেছেন, 'মিনিকেট' নামে কোনো চাল বিক্রি করা যাবে না। মিলে চাল বস্তাজাত করার সময় তাতে জাতের নাম লিখে দিতে হবে। এ নিয়ম না মানলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গতকাল বুধবার বিকেলে গাজীপরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন মন্ত্রপরিষদ সচিব। তিনি আরও বলেন, এ-সংক্রান্ত একটি সার্কুলার দিয়েছে সম্প্রসারণ বিভাগ। গবেষকদের উদ্ভাবিত জাতগুলো যদি বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় করে দ্রুত কৃষকের কাছে পৌঁছে দিতে পারি, তবে আমাদের ফলন আগামী পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে দ্বিগুণের কাছাকাছি চলে যাবে।

এদিন ব্রি উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তি ঘুরে দেখেন খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম। পরে তিনি ব্রির মিলনায়তনে কৃষি ক্ষেত্রে গবেষণা এবং মাঠ পর্যায়ে জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ সম্পর্কিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন। কৃষি সচিব সায়েদুল ইসলামের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় আরও বক্তব্য দেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এনএম জিয়াউল আলম, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নাহিদ রশীদ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মকবুল হোসেন ও অবসরপ্রাপ্ত সচিব কামরুন নাহার।

Sangbad Online
প্রকাশনার ৬০ বছর
সংবাদ

তারিখঃ ০৬/১০/২০২২ (পৃঃ০১,১৫)

মিনিকেট নামে কোন চাল বিক্রি করা যাবে না

——— মন্ত্রিপরিষদ সচিব

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

মিনিকেট নামে কোন চাল বিক্রি করা যাবে না উল্লেখ করে মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম বলেছেন, চালের মিলে চাল বস্তাজাত করার সময় বস্তার উপরে জাতের নাম লিখে দিতে হবে। কেউ যদি এর ব্যতিক্রম করেন সেক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গতকাল গাজীপুরের বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) পরিদর্শনে গিয়ে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ কিছুদিন আগে এ সংক্রান্ত একটি সার্কুলার দিয়েছে। বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন জাত প্রুফ হওয়ার পর সার্টিফায়েড হবে এবং জাতগুলো সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাধ্যমে তা কীভাবে মাঠপর্যায়ে দ্রুত পৌছে দেয়া যায়, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

তিনি বলেন, 'গবেষকদের উদ্ভাবিত জাতগুলো যদি বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে আরও সুন্দরভাবে কো-অর্ডিনেশনের মাধ্যমে দ্রুত কৃষকদের কাছে পৌছে দিতে পারি, তবে আমাদের ফলন আগামী পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে দ্বিগুণের কাছাকাছি চলে যাবে।'

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্রির মহাপরিচালক শাহজাহান কবীর। এ সময় উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এনএম জিয়াউল আলম, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মকবুল হোসেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব নাহিদ রশীদ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অবসরপ্রাপ্ত সচিব কামরুন্নাহার, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব সাইয়েদুল ইসলাম, গাজীপুরের জেলা প্রশাসক আনিসুর রহমান প্রমুখ।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব অন্য সচিবদের নিয়ে ব্রির উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ,

➤ পৃষ্ঠা ১৫ : ক : ৩

মিনিকেট নামে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হাইব্রিড রাইস বিভাগ, কৌলিসম্পদ ও বীজ বিভাগ, জীবপ্রযুক্তি বিভাগ, শস্যমান ও পুষ্টি বিভাগ, রাইস ফার্মিং সিস্টেম বিভাগ, খামার যন্ত্রপাতি ও ফলনোত্তর প্রযুক্তি বিভাগ, কৃষি অর্থনীতি বিভাগ, কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগ, খামার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ফলিত গবেষণা বিভাগ, কীটতত্ত্ব বিভাগ, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগ, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগ এবং সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগের স্টল পরিদর্শন করেন।

পরে মন্ত্রিপরিষদ সচিব ব্রির মিলনায়তনে কৃষি ক্ষেত্রে গবেষণা এবং মাঠপর্যায়ে জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণসম্পর্কিত এক মতবিনিময় সভায় যোগ দেন।

যায়যায়দিন
তারিখঃ ০৬/১০/২০২২ (পৃঃ১৬,১৫)

মিনিকেট নামে কোনো চাল বিক্রি করা যাবে না : মন্ত্রিপরিষদ সচিব

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম বলেছেন, মিনিকেট নামে কোনো চাল বিক্রি করা যাবে না, মিলে চাল বস্তাজাত করার সময় তাতে জাতের নাম লিখে দিতে হবে। কেউ যদি এর ব্যত্যয় করে সে ক্ষেত্রে আমরা তার বিরুদ্ধে লিগ্যাল অ্যাকশনে যাব। বুধবার সকালে তিনি গাজীপুরের বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে (ব্রি) পরিদর্শনে গিয়ে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল ■ পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

মিনিকেট নামে কোনো চাল

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আলম, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মকবুল হোসেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব নাহিদ রশীদ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অবসরপ্রাপ্ত সচিব কামরুন্নাহার, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সাইয়েদুল ইসলাম, গাজীপুরের জেলা প্রশাসক আনিসুর রহমান প্রমুখ।

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, সম্প্রসারণ বিভাগ ১৫/২০ দিন আগে এ সংক্রান্ত একটি সার্কুলার দিয়েছে।

বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন জাত প্রুফ হওয়ার পর সার্টিফায়েড হবে এবং জাতগুলো সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে তা কীভাবে ফিল্ড পর্যায়ে দ্রুত পৌঁছে দেওয়া যায় তা নিয়ে বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণ বিভাগ, লাইফস্টক, ফিসারিজসহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে একটি কো-অর্ডিনেশন ও প্রোমোশন ক্যাম্পিংয়ে যোগ দিতে তিনি বুধবার ব্রিতে যান। তিনি বলেন, গবেষকদের উদ্ভাবিত জাতগুলো যদি বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে আরও সুন্দরভাবে কো-অর্ডিনেশনের মাধ্যমে দ্রুত কৃষকদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি তবে আমাদের ফলন আগামী ৫/৬ বছরের মধ্যে ডাবলের কাছাকাছি চলে যাবে।

তিনি ব্রির উদ্ভাবিত জাত এবং প্রযুক্তি বিষয়ক সকল ঘুরে দেখেন। পরে তিনি ব্রির মিলনায়তনে কৃষি ক্ষেত্রে গবেষণা এবং মাঠ পর্যায়ে জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ সম্পর্কিত এক মতবিনিময় সভায় যোগ দেন। মতবিনিময় সভায় বক্তারা কৃষি গবেষকদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন জাত ও প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের কাছে দ্রুত পৌঁছানোতে বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধান চিহ্নিত করেন। এজন্য অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করার অনুরোধ জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব। অনুষ্ঠানে ব্রির মহাপরিচালক শাহজাহান কবীর এ সংক্রান্ত মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

দেশ রূপান্তর

তারিখঃ ০৬/১০/২০২২ (পৃঃ ০৩)

ব্রিতে মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মিনিকেট নামে চাল বিক্রি নয়

গাজীপুর প্রতিনিধি

মিনিকেট নাম দিয়ে কোনো চাল বিক্রি করা যাবে না বলে সতর্ক করেছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'মিলে চাল বস্তাজাত করার সময় তাতে জাতের নাম লিখে দিতে হবে। কেউ যদি তা না করে সেক্ষেত্রে আমরা তার বিরুদ্ধে লিগ্যাল অ্যাকশনে (আইনি পদক্ষেপ) যাব।' গতকাল বুধবার গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) পরিদর্শনে গিয়ে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

চালের বস্তায় ধানের জাতের নাম উল্লেখের বিষয়ে তিনি বলেন, 'কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ কিছুদিন আগে এ সংক্রান্ত একটি সার্কুলার দিয়েছে। বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন জাত প্রুফ হওয়ার পর সার্টিফায়েড হবে এবং জাতগুলো সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাধ্যমে কীভাবে মাঠপর্যায়ে দ্রুত পৌঁছে দেওয়া যায়, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম আরও বলেন, 'গবেষকদের উদ্ভাবিত জাতগুলো যদি বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে আরও সুন্দরভাবে কো-অর্ডিনেশনের মাধ্যমে দ্রুত কৃষকদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি, তবে আমাদের ফলন আগামী পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে দ্বিগুণের কাছাকাছি চলে যাবে।' ব্রি পরিদর্শনের সময় মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সঙ্গে ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব এন এম জিয়াউল আলম, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মকবুল হোসেন প্রমুখ।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

তারিখঃ ০৬/১০/২০২২ (পৃঃ ১২,০২)

মিনিকেট নামে কোনো চাল বিক্রি করা যাবে না

গাজীপুর প্রতিনিধি

মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম বলেছেন, দেশে মিনিকেট নামে কোনো চাল বিক্রি করা যাবে না। এ ছাড়া মিলে চাল বস্তাজাত করার সময় তাতে জাতের নাম লিখতে হবে। কেউ যদি এর ব্যত্যয় করে সেক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেবে সরকার। ১৫-২০ দিন আগে এ সংক্রান্ত একটি সার্কুলার

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

মিনিকেট নামে কোনো

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] সম্প্রসারণ বিভাগ দিয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব আরও বলেন, গবেষকদের উদ্ভাবিত জাতগুলো যদি আমরা বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে আরও সুন্দরভাবে সমন্বয়ের মাধ্যমে দ্রুত কৃষকদের পৌঁছে দিতে পারি তবে আগামী ৫/৬ বছরের মধ্যে আমাদের ফলন দ্বিগুণের কাছাকাছি চলে যাবে। এ সময় তিনি উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তি মাঠপর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণ এবং অংশীজনদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানের তাগিদ দেন। গতকাল গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) সদর দফতরে কৃষিবিজ্ঞানী ও কৃষিসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ইনস্টিটিউটের অডিটরিয়ামে কৃষি সচিব মো. সায়েদুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মকবুল হোসেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নাহিদ রশীদ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অবসরপ্রাপ্ত সচিব কামরুন নাহার, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের চেয়ারম্যান এএফএম হায়াতুল্লাহ এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার। এ ছাড়াও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচারের মহাপরিচালক ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলামসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বক্তব্য রাখেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর।

daily sun
TRUE AND IMPARTIAL
Date: 06/10/2022 (Page: 02)

Cabinet Secretary Khandker Anwarul Islam inspects an innovation stall at Bangladesh Rice Research Institute in Gazipur on Wednesday. —SUN PHOTO

'No rice should be sold in the name of Miniket'

STAFF CORRESPONDENT

Cabinet Secretary Khandker Anwarul Islam said that no rice should be sold under the name of Miniket.

The name of the rice has to be written on the sack while bagging the variety at the rice mill, he said, adding that legal action will be taken against those who will go against the rules.

The cabinet secretary came up with the statements while talking to journalists during a visit to Bangladesh Rice Research Institute (BRRI) in Gazipur on Wednesday.

The secretary said the Department of Agricultural Extension issued a circular in this regard a few days ago.

The different varieties developed by scientists will be certified after being proofed and a decision will be taken on how to quickly deliver the varieties to farmers through the departments concerned, he said.

The cabinet secretary along with other secretaries of BRRI visited the stalls of Plant Breeding Department, Hybrid Rice Department, Biotechnology Department, Crop Quality and Nutrition Department, Rice Farming System Department, Farm Machinery and Postharvest Technology Department, Agricultural Economics Department, Agricultural Statistics Department, Farm Management Department, Department of Applied Research, Department of Entomology, Department of Plant Pathology, Department of Plant Physiology, Department of Agronomy, Department of Soil Science and Department of Irrigation and Water Management.